বাস্তুসাপ

হেদায়েতুল্লাহ

সন্ধের মুখে কলিং বেলটা বাজার সঙ্গে লো ভোল্টেজ হয়ে গেল। আজ অফিস ছুটি। সুদিন বাড়িতে ছিল।দরজা খুলতে একটা রোগা লিকলিকে লোক হিস্‌হিস্‌ করে বলে ---- এটা কী সুদিনবাবুর ফ্ল্যাট ?

---হ্যাঁ কী চাই?

---আপনি কী সুদিনবাবু ?

---হ্যাঁ! কী চাই বলুন? সুদিন একটু বিরক্ত হয়। ভ্যাপসা গরমে, লো ভোল্টেজ, গায়ে কে যেন হালকা করে লংকাবাটা মাখিয়ে দিচ্ছে।

---আপনি বাড়ি ভাড়ার জন্যে কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন --- তার জন্যে এসেছি।

---দালাল কিন্তু অ্যালাউড না।

---না না। আমার নিজের জন্যে।

---আসুন। ভেতরে আসুন। সুদিন ইশারা করে। লোকটা সর - সর করে ঘরে ঢোকে।

---আপনার নাম ?

---অহিভূষণ নাগ। দমদমের দিকেই থাকি। আপনার বাড়িটা নিরিবিলি।
বিজ্ঞাপনে সেইকথাই বলেছেন। আসলে নিরিবিলি আমার খুব পছন্দ। আমি হই চই একদম সহ্য করতে পারি নে।

---তা ঠিক। আজকাল যা শব্দদূষণ তাতে নিজের কথা নিজেই শুনতে পাই নে। সুদিন তার কথায় সায় দেয়।

দমদমের মলরোডের ওপর সুদিনের পৈত্রিক বাড়ি। বেশ পুরোনো। ঠাকুরদার আমলে ভিতগাড়া। নোনা ধরা। বিয়ের পর তার স্ত্রী রিমি ওই বাড়িতে থাকতে চায়নি। বিয়ের পর সবাই নতুন সব কিছু চায়। রিমিও তাই। এইপুরোনো ভূতুড়ে বাড়িতে নাকি তার দমবন্ধ হয়ে আসে। তাই বিয়ের ক-মাস বাদেই তারা সল্টলেকে এক সরকারি আবাসনে উঠে আসে। তারা বাবা বিভূতিবাবু যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন সমস্যা হয়নি। তিনি মারা যাওয়ার পর বাড়িটা তালা বন্ধ হয়ে পড়েছিল। তাতে ও অসুবিধে ছিল না। কিন্তু ইদানীং সে বাড়িটা নিয়ে বিব্রত। তার বাড়ির পাশে প্রণববাবু থাকেন। রিটায়ার্ড প্রফেসার। তিনি প্রায় দিন পনের আগে ফোন করেছিলেন।

---সুদিন! তোমার বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করো। নইলে সে অ্যান্টিসোশালের ডেন হয়ে গেল।

বাড়িটা বিত্রি করার জন্যে রিমি তাকে বেশ কয়েকবার তাগাদা দিয়েছে। ওই ভূতুড়ে বাড়ি রেখে কী হবে?কিন্তু সুদিন বারবার এড়িয়ে গেছে। রিমির সঙ্গে সে মুখোমুখি তর্কে যায়নি। কিন্তু তার মনের গোপন কোণে একটা নরম জায়গা রয়ে গেছে বাড়িটার জন্যে। হাজার হোক সেখানে তার এবং তার বাপ ঠাকুরদার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তাছাড়া মানুষকে তো একসময় শিকড়ে ফিরতে হয়। এরকম একটা অলীক আশা তার ভেতর দানা বেঁধে আছে। সেই জায়গাটা সে যেন রিমির কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু ইদানীং পরিস্থিতি পালটাচ্ছে। ফাঁকা বাড়িদেখলে ত্রিমিন্যালরা ঠেক নিচ্ছে ? নয়তো প্রোমোটাররা থাবা বাড়াচ্ছে। ফাঁকা বাড়ি যে তোমার সম্পত্তি, তা তারা মানতে চাইছে না।

---ভাড়া তো দোব। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।

কী শর্ত ?
বাড়ির কোন জিনিস সারানো যাবে না। সবকিছু যে যেখানে আছে, সেইরকমই রাখতে হবে। সুদিন মনের কোণে সাজিয়ে রাখা পুরোনো স্মৃতি কিছুতেই স্থানচ্যুত করতে চায় না।
---এ শর্তে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আগে প্রায় দশজন এসেছে। কিন্তু এই শর্তের কথা শুনে চলে গেছে। তারা বাস করবে নিজের মতো। সেখানে এই শর্তে বাস করা অসম্ভব। এদিক - ওদিক তো একটু করতে হবে।
সুদিন একটা সিগারেট ধরায়। এখন দিনকাল খারাপ। মুখের কথার কোনো দাম নেই। বিশ্বাস কথাটা এখন ছিবড়ে হয়ে গেছে।
---আপনার সঙ্গে তাহলে এগ্রিমেন্ট করতে হবে --- কী বলেন অহিভূষণবাবু ? পারেন। আমার কাছে মুখের কথাই সব। আমি কথা দিলে তা রাখি।
--- সে তো মুখে সবাই বলে। পরে ঝুলির মধ্যে থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ে।
---দেখুন, আমার কাছে মুখের কথাই সবচেয়ে বড়ো। কাগজের চুক্তির কোনো দাম নেই। যে লোক মুখের কথার দাম দেয় না, সে লোক কাগজের লেখাকে কোনো দাম দেবে না। কী বলুন --- ঠিক কি না ?
---তা ঠিক ! ঘাড় নাড়ে সুদিন। আসলে সে বুঝতে পারছে না লোকটার কথায় সে মোহগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে কি না ? এক - একটি লোক থাকে, যাদের কথায় মায়ার জাল জড়ানো থাকে। এই লোকটা কী তাই ? সুদিনের গাটা শিরশির করে। লোকটার চাহনি যেন কেমন। পলকহীন তাকানো। মুখে কেমন চাকা চাকা দাগ।
---আপনার ফ্যামিলিতে কজন আছে --- অহিভূষণবাবু ?
আমি আর আমার মিসেস। একদম ঝাড়া হাত - পা।
---ছেলেমেয়ে ?
সাবালক হলে তারা যে-যার জায়গায়। তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।
---ঠিক আছে। আপনি তাহলে পরশু দিন আসুন। টাকা - পয়সা নিয়ে আসবেন।
আমি কাগজপত্তর রেডি করে রাখবো। দরজার দিকে তাকায় সুদিন।
---ঠিক আছে। নমস্কার। লোকটা দরজা ধরেই চলে যায়।
লোকটা চলে যাওয়ার পর রিমি তাকে ধরে।
---যে লোকটা নিজের ছেলে - মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে রাখে না, তাকে তুমি বাড়ি ভাড়া দিচ্ছ? শেষ-মেষ সবকিছু বেহাত হয়ে যাবে। তুমি কিন্তু বিপাকে পড়ে যাবে?
একটা গুরতর সমস্যার সমাধন হয়ে যাওয়ায় সুদিনের মনটা বোধ হয় হালকা হয়ে যায়। তাই সে হাসির ছলেই বলে --- বাড়ি বেহাত হয় হোক, তুমি না হলে বাঁচি!
---তুমি কী যে বলো ? এই বয়সেও কী এসব রসিকতা ভালো লাগে ? রিমি রাগ করে উঠে যায়।
রিমির রাগ করে চলে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে সুদিন যেন মজা পায়। ভালোও লাগে তার। আসলে রিমি তার এই সংসারের মধ্যে নিজের সত্ত্বাকে একেবারে বিলীন করে দিয়েছে। তার যাকিছু চিন্তাভাবনা সব এই সংসারের জন্য। এই সংসার, সুদিন আর তাদের একমাত্তর ছেলে সন্দীপন --- যেন তার মনের সমস্ত বাস্তুজমিটা ভরে আছে। সেখানে আর কিছুর স্থান নেই। অন্য কারোর ঠাঁই নেই।
দুদিন পরে বেশ রাত করেই এলো অহিভূষণ। এদিন আবার লোডশেডিং চলছে। সেদিন সুদিন অতটা বুঝতে পারেনি। আজকে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারে, অহিভূষণের গা থেকে কেয়াফুলের বিরল গন্ধ বেরোচ্ছে। সুদিন তার কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না।
---আপনি কী কেয়াফুলের সেন্ট মেখে এসেছেন --- অহিভূষণবাবু ?
আজ্ঞে না। আমি যেখানে থাকি, সেখানে একটা কেয়াফুলের গাছ আছে। সেটা আমার বড়ো পছন্দের।
অহিভূষণ প্রয়োজন মতো টাকা - পয়সা বের করলো। তারপর সইসাবুদ করে ঘরের চাবি নিল। লোকটা উঠতে যাচ্ছিল,

সুদিন তাকে বলে --- একটু চা খান?
চা? ঠিক আছে।
চার্জ লাইটের তেজ কমে আসছে। তার মৃদু আলোয় অহিভূষণের চা খাওয়া দেখে সে অবাক হয়। লোকটার জিভ চেরা। একদম আগা পর্যন্ত। সে জিভ বের করে চেটে চেটে খাচ্ছে। সুদিন তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে, সে কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে--- জন্ম থেকে আমার জিভটার ডিফেক্ট। এভাবে আমাকে খেতে হয়।
---আহা ! কত কষ্ট আপনার। আপনি তো প্লাসিক সার্জারি করে নিতে পারেন? আজকাল তো কতরকম সার্জারি উঠেছে।
--- তা ঠিক। কিন্তু ছোটবেলা থেকে একরকম অভ্যেস করেছি। এখন প্লাস্টিক সার্জারি করলে নতুন অভ্যেস গড়তে হবে। এ বয়সে সেটা গড়তে না পারলে ফ্যাসাদে পড়ে যাবো। তখন হয়তো খেতেই পারবো না।
সুদিন কোনো কথা না বলে ঘাড় নাড়ে। লোকটা চলে গেল সেদিনের মতোই। রিমি তার পাশে এসে দাঁড়ায়। ততক্ষণে ক ারেন্ট ফিরে এসেছে। সুদিন টাকা গুণতে গুণতে বলে --- তোমার এরকম মনে হচ্ছে কেন?
---লোকটার গলায় স্বর যেন কেমন?
---গলার স্বর শুনে কী লোক চেনা যায়?
---না। তা না। কিন্তু বাড়িটা যদি বেহাত হয়? তার চেয়ে বাড়িটা বিত্রি করে রাজারহাট নিউটাউনে জমি কিনলে ভালো হতো না ?
সুদিন এবার চুপ করে যায়। সে প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চায়। তাই সে হাসি - হাসি মুখে রিমির দিকে তাকিয়ে বলে --- দেখ! এই টাকা দিয়ে আমি একটা দেনা শোধ করবো?
---কী দেনা?
এই ফ্ল্যাটে আসার সময় তোমার বিয়ের সব গয়নাগুলো বিত্রি করেছিলাম। এই টাকা দিয়ে সেই গয়না সব কিনবো।
---এটা কী তোমার দেনা হলো? আহত গলায় বলে রিমি।
কেন?
---আমি কী তোমার পর নাকি ? তাছাড়া আমি গয়না তো পরিই না। তুমি বরং টাকাগুলো রেখে দাও। সন্দীপনের কাজে লাগবে। আজকাল তো পড়াশোনা করতে গেলে অনেক টাকা লাগে শুনছি।
রিমির দিকে আরেকবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকায়। তার চোখে - মুখে প্রশংসা ঝরে। সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘ্বাসও ঝরে পড়ে। রিমির বাড়ি বিত্রির কথাটা সে যেন কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে বলে। অথচ তা করলে তার কোনো ক্ষতি হতো না। অতীতের প্রতি তার এত মোহ? একটু বাদে সে প্রণববাবুকে ফোন করে দিল।
সপ্তাখানেক বাদে, একদিন গভীররাতে প্রণববাবুর ফোন এলো। তিনি যেন কিছুটা উত্তেজিত।
--- সুদিন ? তুমি কাকে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে?
--- কেন বলুন তো ?
--- আরে, লোকটার সঙ্গে কোনোদিন দেখাই হলো না। কোন ভোরবেলা বেরিয়ে যায় আর কত রাতে ফেরে কে জানে? দরজা জানালা তো খোলেই না। আর যেজন্যে তোমাকে ফোন করছি। এখন রাত কত হবে।
একটা হবে তো ? এই তো আধঘন্টা আগে এক কাণ্ড ঘটেছে
একটানা কথা বলতে বলতে প্রণববাবু যেন হাঁপিয়ে পড়েছেন। ফোনে তাঁর শোঁ শোঁ টানা শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এদিকে সুদিনের বুকটাও টিপটিপ করছে। সে কোনোমতে শুকনো গলায় বলে--কী কাণ্ড-- কাকাবাবু?
---অ্যান্টিসোশালগুলো আজকে রাতেও তোমাদের ভেতরের উঠোনে আসর জমিয়েছিল। একটু আগে। খানিক বাদে ত াদের চিৎকার - চেঁচামিচি ---
আর্তনাদ। কী ব্যাপার ? ওদের উৎপাতে দরজা জানলা তো খোলা যায় না।
বাথমের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখি, ওরা সব পালিয়ে যাচ্ছে। আর যেন মাপ চাইছে কার কাছে। বুঝতে পারলুম না কিছু। তোম ার ভাড়াটে কী মস্ত কোনো পুলিশ অফিসার, না, বড়ো কোনো মাফিয়া ? কী জানি বাপু! তুমি কী করলে বুঝতে পারলুম ন

া। তুমি একবার খোঁজখবর নিয়ে দেখো।
তার হাত থেকে ফোনটা আপনা থেকে খসে পড়ে। সে যে কী করছে, নিজেই বুঝতে পারছে না। সত্যিই তো একবার খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল। বড়ো ভুল হয়ে গেছে। সেই ভুলের কথা ভেবে সে বোধহয় অনেকখন দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় রিমি পেছন থেকে এসে বলে।
---কী ব্যাপার? ওরকমভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন? কে ফোন করছিল? সব শুনেটুনে রিমি কিন্তু সুদিনকে বিরূপ কোনো কথা বলে না। বরং তাকে যেন সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলে --- তোমার কী মাথা খারাপ?
--- কেন ?
ওই স লিকলিকে লোকটা কোনো পুলিশ অফিসার না। মস্ত কোনো মাফিয়াও না।
---তবে? ওই অ্যান্টিসোশালগুলি ওরকমভাবে ভয় পেয়ে পালাবো কেন?
---আরে বাবা! গুণ্ডাগুলো মদ খেয়ে মাতলামি করে নিজেদের মধ্যে মারপিট বাধিয়ে ভেগেছে। তোমার ওই ভাড়াটের হিম্মত আছে নাকি ? সে তো নিজেই মনে হয় একটা বেঁজির তাড়ায় পালিয়ে যাবে।
সুদিন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। রিমির কাছে হেরে যাওয়ার গ্লানি থাকলেও, আপাতত তো রিমি তাকে মুক্তি দিয়েছে। রিমি তার কাঁধে হাত দিয়ে বলে --- চল! শোবে চল !
---হ্যাঁ যাচ্ছি। তবুও তাকে একবার যেতে হবে। দেখতে হবে ব্যাপারটা। এই চিন্তাটা যেন তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। বিছানায় বসে একটা সিগারেট ধরায় সুদিন।
রোববার সকালেই তার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু শনিবার বিকেলে সন্দীপন এসে হাজির। সে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের হোস্টেলে থাকে। মাঝে - মধ্যেই সে সাপ্তাহিক অন্তে এসে হাজির হয়। তার সঙ্গে কথাবার্তায় গল্প-গুজবে দিন রাত কেটে যায়। রোববার বিকেলে সে ফিরে যাবে। তাকে বাসে তুলে দিয়ে সুদিন যখন দমদমের বাস ধরে, তখন সে সন্ধ্যের মুখোমুখি।
জীবনের অনেকটা সময় তার এখানে কেটেছে। তবু চেনা গণ্ডিটা যেন অচেনার দিকে ভেঙে যাচ্ছে। বাড়িটা যেন আরো বয়স্ক হয়ে পড়েছে। বাইরে থেকে সে দেখতে পেল, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। ভেতরে কোনো সাড়া শব্দ নেই। একটা মৃদু আলো আভা জানালার কাচ দিয়ে বাইরে আসছে। সুদিন সদর দরজায় টোকা দেয়। বাড়িতে কী কেউ নেই ? সুদিন এরকম ভাবতে ভাবতে, দরজা নিঃশব্দে খুলে যায়।
---আরে! আপনি? আসুন। আসুন।
সুদিন ঘরের ভেতরে ঢুকতে হোঁচট খায়। ঘরের ভেতরে বেশ আঁধার রয়েছে। নাইট বালব শুধু জ্বলছে।
---ঘরের ভেতরে আলো জ্বালাননি দেখছি ?
---ফালতু কারেন্ট পুড়িয়ে কী লাভ? ইউনিটের যা দাম বেড়েছে আজকাল।
---কিন্তু রাতের বেলা---?
---এই আলোয় আমার কোনো অসুবিধে হয় না।
সুদিন চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে। মনে মনে সে সবকিছু যাচাই করে নিতে চায়।
বেশ তো গরম রয়েছে। দরজা জানালা খোলেননি দেখছি? দরজা জানালা খুলে বাইরের শব্দ বড়ো বেশি ভেতরে আসে। আগেই বলেছি, নিরিবিলি থাকতে ভালোবাসি। আগে যেখানে থাকতাম, প্রোমোটাররা সেই পুরোনো বাড়িটা ভেঙে বহুতল বাড়ি করেছে। সেখানে এত হইচই চীৎকার --- দারোয়ানের সতর্ক নজর আমি টিকতে পারলুম না। আপনার এখানে এসে শান্তি পেয়েছি।
---অহিভূষণবাবু---? গম্ভীর হয় সুদিন।
---বলুন?
---আমাদের শর্তের কথা মনে আছে তো?
---হ্যাঁ! হ্যাঁ! দেখুন! আপনার কোনো জিনিস বাতিল হতে দিইনি। সব টাটকা তাজা আছে।
সত্যিই - সত্যিই ঘরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে যায়। সেখানে টাঙানো মা - বাবা, দাদু - দিদিমার গলায়

রজনীগন্ধার টাটকা মালা ঝুলছে। ফুলের গন্ধ নয়। টাটকা স্মৃতিতে যেন ঘরটা ভরে উঠেছে। সুদিনের ভেতরটা যেন গলতে শু করে। সত্যি, ফুলের মালা তো দূরের কথা, ফটোগুলোকে কোনোদিন সে ঝাড়পোছ পর্যন্ত করেনি। লোকটা কী যাদু জানে? এভাবে তাকে হারিয়ে দিল?

চারিদিকে তাকিয়ে সুদিনের মনটা ভরে ওঠে। কোথাও কোনো জিনিসের অদল-বদল ঘটেনি। পনের বছর আগে সে বাড়ি ছেড়েছে। সেই বছরের ক্যালেন্ডার, হ্যাঙারে একটা পুরোনো শার্ট সব ঝুলছে। জানালার ফাঁকে গোঁজা পুরোনো পুরোনো খবরের কাগজ সব রয়েছে। প্রণববাবুর কথা মনে পড়লো। পুলিশ অফিসারের কোনো চিহ্নই সে দেখতে পাচ্ছে না। বড়ো মাফিয়া ? সেটা এখনো বুঝতে পারছে না সে। খাটের তলায় উঁকি মারে সে। তার পুরোনো জুতো জোড়া পড়ে আছে। তার পাশে ওটা কী?

---অহিভুষণবাবু---? সে বিস্ময়ের গলায় বলে।

---ও কিছু না। মাঝে- মাঝে এখানে কু- লোকের আবির্ভাব ঘটে। তাদের ভয় দেখানোর জন্যে দরকার হয়।

সুদিনের বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে যায়। মনটা ফুরফুরে হয়ে ওঠে। ওঃ! মস্ত বড়ো এই সাপের খোলস দেখে অ্যান্টি - সোশালেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। সত্যি লোকটার বুদ্ধি আছে।

ঘর উঠোনময় ঘুরতে ঘুরতে আর তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুদিনের মনটা তৃপ্তিতে ভরে যায়। সে তখন অসতর্ক মূহূর্তে অনেক কথা বলে ফেলে। তার শেকড়শুদ্ধ জড়িয়ে থাকা এই বাড়িটা সে বেহাত করতে চায় না। এমনকী তার স্মৃতি। তার স্ত্রী বারবার তাগাদা দিলেও, এই বাড়িরর সে বিক্রি করবে না। বাড়ি ভাড়াও দিতে সে রাজি হয়নি। কিন্তু ইদানীং অ্যান্টিসোশালরা সব এখানে বাসা বেঁধেছে। কোনোদিন বোম- টোম বিস্ফোরণে বাড়িটাকে না উড়িয়ে দেয়। তাই বাধ্য হয়ে সে বাড়িভাড়া দিয়েছে। কিন্তু তাতেও তো বেহাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

---না। না। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। সবকিছুই আপনার থাকবে। অহিভূষণ তাকে সান্ত্বনা দেয়। সুদিন চুপ করে থাকে। মনে - মনে ভাবে, ভরসা তো করা যায়। কিন্তু কতদিন?

---চলি তাহলে --- অহিভূষণবাবু ? নমস্কারের বদলে হাত বাড়ায় সুদিন।

---আপনাকে চা খাওয়াতে পারলুম না। আমার গিন্নি একটু হাওয়া খেতে বাইরে বেরিয়েছেন।

---তাতে কী হয়েছে? আপনার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছিলুম।

তার সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়ে চমকে ওঠে সুদিন। মানুষের হাত এত ঠান্ডা!

সেই শীতল পরশ যেন সুদিনের বুকের ওপর উঠে আসে। ভ্যাপসা গরমের মধ্যে তার কাঁপুনি ধরে। অহিভূষণ দরজা বন্ধ করে দেয়। একটু বাদে তার কাঁপুনি থেমে যায়। সে একটা সিগারেট ধরায়। লোকটার স্পর্শে সে কী ভয় পেয়েছে? না । না সে ভয় পাবে কেন? তবে লোকটাকে ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। লোকটা কত আপন! তার পূর্বপুষের স্মৃতি সব আগলে রেখেছে। আবার তার শীতল স্পর্শ তাকে জড় করে তুলেছে। তা হোক লোকটা তার বাড়ি আগলে রাখবে। কোন অমঙ্গল হতে দেবে না বোধহয়।

একবছর খুব ভালোভাবে কেটে গেল। পৃথিবী সূর্যটাকে একপাক মেরে এলো। সরীসৃপরা একবার খোলস বদল করলো। প্রণবাবুর ফোন আর আসেনি। মাসে দশ তারিখের মধ্যে অহিভূষণের চেক আসে ক্যুরিয়রে। পাঠানোর আগে সে একবার রিমিকে ফোন করে দুপুরে। তখন সুদিন বাড়িতে থাকেন না। অফিসে।

এবার পুজোর ছুটিতে তারা হংকং যাবে। তারজন্যে সুদিনকে বিস্তর দৌড় ঝাঁপ করতে হচ্ছে। অফিসের পারমিশন, পাশপোর্ট, ডলার --- ইত্যাদির সব হাউল রয়েছে তার সামনে। এজন্যে বোধহয় তার খেয়াল ছিল না, মাসের দশ তারিখ পেরিয়ে গেছে। রিমিই তাকে জানায়। অহিভূষণ তাকে ফোন করেছিল অন্যান্যবারের মতো। তবে তার একটা অসুবিধে হয়েছে। সেজন্যে বাইরে বেরোতে পারছে না। তাই টাকা জোগাড় হয়নি। তার কাছে একটা রত্ন আছে। তার গুণ আছে। একজন নারী যদি ধারণ করে তবে তা প্রকাশ পায়। এটা সে দিতে পারে। তাতে তার দেনা শোধ হয়েও অনেক বেশি থাকবে। সে একটা দিতে পারে। তবে একটা শর্তে।

সুদিনের অত শোনার মতো ধৈর্য নেই। তাছাড়া ব্যস্ত হওয়ার কী আছে? ভদ্রলোক তার সুবিধেমতো শোধ করে দেবে। এখন যখন তার অসুবিধে আছে, তখন থাক না। সে তো তার বাড়িটাকে আগলে রেখেছে। অ্যান্টি - সোশালরা যখন অ

ার ঘেঁষবে না। কিন্তু রিমি একরকম জোর করে তাকে পাঠিয়ে দেয়। এ - ব্যাপারে সুদিন অবাক হলেও কিছু বলে না ব্যাপারটা কী ? সে ধরতেও পারে না।
অফিস শেষ করে সন্ধ্যের পর হাজির হয় সুদিন। দরজা জানালা সেই আগের মতো বন্ধ। একবছর সময় পার হয়ে গেছে। অথচ সবকিছু আগের মতো আছে। সে দরজায় টোকা দেয়। অহিভূষণ যেন তার অপেক্ষায় ছিল। টোকা দেওয়ামাত্তর সে দরজা খোলা।
ভেতরে ঢুকে সুদিনের গা-টা যেন শিরশির করে। অদ্ভুত এক আঁশটে গন্ধে চারিদিক ভরে আছে। দেয়ালের দিকে তার চোখ পড়ে। ফুলের মালাগুলো সব শুকিয়ে গেছে। এগুলো কী সেই গতবছরের মালা? ধন্ধে পড়ে যায় সুদিন। বছর কী পালটায় নি? সময় কী থমকে দাঁড়িয়ে আছে? এখানে এলে বিভিন্ন স্মৃতি তাকে আঁকড়ে ধরে। বর্তমান যেন পিছু হটে যায়। অহিভূষণ কী তার মনের কথা ধরে ফেলেছে ?
---মালাগুলো সব শুকিয়ে গেছে। আসলে অতীতকে তো চিরকাল ধরে রাখা যায় না। বর্তমান তো এসেই যায়--- কী বলেন সুদিনবাবু ? সুদিন তার দিকে তাকিয়ে অবাক চোখে বলে---
---আপনি কী বলতে চাইছেন--- বলুন তো --- অহিভূষণবাবু?
---বছরে এসময়ে আমার খুব অসুবিধে হয়। বেশ কষ্ট হয়। তাই আপনার কাছে একটা আবদার ছিল?
---ঠিক আছে। আপনি না হয় পরেই ভাড়া দেবেন। আপনার অসুবিধে কেটে গেলেই নাহয় দেবেন। আমার কোনো আপত্তি নেই।
---না না। তা নয়। আসলে আমি একটা অন্য কথা বলছি।
---কী কথা?
---আপনার ভেতরের উঠোনে একটা কেয়াগাছ লাগাতে চাইছি?
---না। না। তা হয় না ।---সুদিন রাজি হয় না।
---তার বদলে আপনাকে একটা রত্ন দেবো। সেই রত্নের দামও যেমন, তেমনি গুণও আছে।
---ওসব লোভ দেখাবেন না। আমি কোনোকিছুর বিনিময়ে এর অতীতকে ঝাপসা করতে দিতে পারি না।
---কিন্তু, এই দেখুন আমার দাঁতের গোড়ায় গরল জমছে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কেয়াগাছের গোড়ায় আমি তা উপুড় করি।
---আপনার অসুবিধে হলে, আপনি এ বাড়ি ছেড়ে দিতে পারেন?
---কিন্তু আমি যাবো কোথায়? চারিদিকে সব বড় বড় বাড়ি উঠেছে। হইচই লোকজন। এরকম নিরিবিলি জায়গা পাবো কোথায়?
---তাহলে আমার কিছু করার নেই। বলে সে অহিভূষণের মুখের দিকে তাকায়। এতখন সে আবছা আঁধারেভালো করে খেয়াল করেনি। আঁতকে ওঠে সে। মুখের কী ছিরি হয়েছে। চোয়ালের নীচে দু-পাশ ফুলে আছে। দুপাশে দুটো দাঁত ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আছে। মুখ দিয়ে যেন লালা ঝরছে।
---তাহলে আপনার কিছু করার নেই? আপনি তা হলে রাজি নন--আমি সামান্য একটা কেয়াগাছ লাগাই?
---না। না। না। সুদিন শক্ত হয়ে দাঁড়াল। যদিও তার মুখের চেহারায় সে একটু ভয় পেয়েছে। ঠিক আছে! অহিভূষণ হিস হিস করে ওঠে। তারপর খাটের নীচে থেকে খোলস বের করে। অহিভূষণের চেহারা যেন ক্রমশ পালটাতে থাকে। তা দেখে সুদিন আর দাঁড়ায় না। তার পেছনে তখন স্টিম ইঞ্জিনের ফোঁস শব্দটা দরজা পর্যন্ত ধাওয়া করে এলো।
বাড়ি ফিরে সুদিন অনেকখন গুম মেরে রইলো। ভয়টা তার শেষ পর্যন্ত রাগে পরিণত হলো। অহিভূষণের সাহস তো বড়ো কম নয় ? সে বাড়ির মালিক। আর তার দিকে সে ফণা মেলেছে? তার মতলবটা কী? কেয়াগাছেরনাম করে সে সুদিনের সমস্ত অতীতটাকে গ্রাস করতে চায়? সে - ও ছেড়ে দেবে না। অহিভূষণকে সে উচ্ছেদ করবেই। সে তখন তার চেনা উকিল রথীনবাবুকে ফোন করে।
---ওঃ! সুদিন। তুমি ! তোমার ভাড়াটে.....উচ্ছেদ করতে চাইছো---
---হ্যা! হ্যাঁ! রথীনবাবু......

---ভাড়া টাড়া বাকি পড়েছে নাকি ?
---এক মাস মতো.....
---আর দু - মাস অপেক্ষা করো.....এমন কেস ঠুকে দোব....বাবাধন.....বাড়ি ছেড়ে পালাবার পথ পাবে না!
---আপনি কথা দিচ্ছেন তো.....?
---হ্যাঁ! হ্যাঁ! একদম পাকা কথা! উকিলের কথা কখনও নড়চড় হয় না।
রথীনবাবুর কথা শুনে সুদিন বোধহয় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু রিমির চোখে ঘুম আসে না। অহিভূষণের কথা মনে পড়ছে। ম্যাডাম! এই রত্ন টার একটা অলীক গুণ আছে। যদি কোনো নারী ধারণ করে তবে। সে তো বেশি কিছু চায়নি। একটা মাত্তর কেয়াফুল গাছ লাগাতে চেয়েছে। এতে আপত্তির কী আছে, সে বুঝতে পারে না। সুদিন মাঝে - মাঝে তার ক াছে দুর্বোধ্য হয়ে যায়। তবুও সে পাশ ফিরে শোয়া সুদিনকে ঠেলে দেয়।
---এই শুনছো?
---কী? সুদিন পাশ ঘুরতে চোখ খুলে বলে।
---তুমি কী ভদ্দরলোককে সত্যি - সত্যিই উচ্ছেদ করতে চাইছো?
---কেন বলতো ?
---একটা কেয়াগাছ লাগাতে দিতে তুমি এত আপত্তি করছো কেন?
---কেয়াগাছ একটা বাহানা মাত্তর। আসলে সে পুরো বাড়িটাকে গ্রাস করতে চায়। নইলে অমনভাবে কেউ ফোঁস তে ালে?
তাহলে রত্নটা? অহিভূষণ বলেছিল ---ম্যাডাম রত্নটা পরলে, আপনি এক আশ্চর্য নারীতে পরিণত হবেন। সবাই আপনার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাবে। সত্যিই কী তাই? তার মধ্যে আলাদা কোনো নারী সত্ত্বা আছে নাকি? অহিভূষণের কথাটা ত ার মনে বারবার ভেসে উঠছে। হয়তো রিমি জানে না। রত্নটা পরলে তার নতুন এক সত্ত্বা জেগে উঠবে। সে আদুরে গলায় সুদিনের গলা জড়িয়ে বলে--- তোমাকে একটা কথা বলবো?
---বলো।
---রাগ করবে না তো ?
---না। উঠে বসে সুদিন।
---অহিভূষণবাবুর রত্নটা আমাকে এনে দেবে ?
জানালা দিয়ে চাঁদের আলো বিছানায়। সেই আলোয় সে রিমির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। এ কোন রিমি কথা বলছে? যে কোনোদিন কিছু তার নিজের জন্যে চায়নি। তার চাহিদার সবটুকু সংসারের জন্যে। সুদিনের জন্য। সন্দীপনের জন্যে। বিয়ের গয়না নতুন করে কিনে দিতে চাইলেও সে নেয়নি। রত্নটা নিলে বাড়িটা বেহাত হয়ে যেতে পারে। যে বাড়িটা বিত্রি করে রাজর হাট নিউটাউনে সে জমি কিনতে চেয়েছে। সে বাড়িটার বদলে নিজের জন্যে রত্ন ?
---কী করবে সেটা নিয়ে ? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে সুদিন।
---কেন তুমি আমাকে একটা নেকলেস করে দেবে। তার লকেটে ঝোলাবো সেই রত্নটা।
না। না। এ তো সেই চেনা রিমি নয়। মনে হচ্ছে যে রিমি কথা বলছে না। তার ভেতরে বসে অন্য কেউ কথা বলছে। সুদিন ঠিক বুঝতে পেরেছে। কিন্তু রিমি বুঝতেপারছে না। সুদিন ঘামছে। তার মাথা ঝিমঝিম করছে।পা টলছে। সে বড়ো বিপন্ন হয়ে পড়ে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com